গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১৯৩ তারিখ: ১ শ্রাবণ ১৪২৬

১৬ জুলাই ২০১৯

বিষয়: **প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান কেন্দ্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বিত প্রতিবদন।**

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সংকেত নাই।

১৬/০৭/২০১৯ ইং তারিখ সকাল ৯ টি পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীন নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওযা পূর্বাভাস:

রংপুর, পাবনা, বগুড়া, টাংগাইল,ময়মনসিংহ,ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, কুমিল্লা, সিলেট এবং চট্টগ্রাম অঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্ব (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ সন্ধ্যা ০৬ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্থাঃ মৌসুমী অক্ষের বর্ধিতাংশ রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে তা দুর্বল থেকে মাঝারী অবস্থায় রয়েছে।

পূর্বাভাসঃ রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং খুলনা বরিশাল বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।
তাপপ্রবাহঃ খুলনা বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা বিস্তাব লাভ করতে পারে।।
তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে ।
ঢাকায় বাতাসের গতি ও দিকঃ দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘন্টায় (৮-১২) কিঃমিঃ।
আজ সন্ধ্যা ০৬ টায় ঢাকায় বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল - ৯৩%
আগামীকাল ঢাকায় সূর্যাস্ত - সন্ধ্যা ০৬ টা ৪৯ মিনিট।
আগামীকাল ঢাকায় সূর্যোদয় - ভোর ০৫ টা ২১ মিনিটে।
পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন) - উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৫.২	২৭.০	৩১.০	২৫.৭	৩৫.৫	৩২.০	৩৭.৮	৩৪.৭
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৩.৪	২৩.৮	২৩.৪	২৩.৫	২৪.৮	২২.৯	২৪.৮	২৬.৭

*গতকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যশোর ৩৭.৮° এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেঁতুলিয়া ২২.৯° সেঃ।

–

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- সুরমা-কুশিয়ারা ব্যতীত দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও ভারত আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ভারতের আসাম ও মেঘালয় প্রদেশসমূহের অনেক স্থানে আগামী ২৪ ঘণ্টায় মাঝারী হতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
- আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে এবং আগামী ২৪ ঘণ্টায় আত্রাই নদী বাঘাবাড়ি ও পদ্মা নদী গোয়ালন্দ পয়েন্টে বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে।
- লালমনিরহাট, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ , সিলেট, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় বন্যা পরিস্থিতির আগামী ২৪ ঘণ্টায় উন্নতি হতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন স্টেশনের সংখ্যা	৯৩	২৪ ঘন্টায় পানি সমতল অপরিবর্তিত	০১
২৪ ঘন্টায় পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	৬৩	মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০০
২৪ ঘন্টায় পানি হ্রাস পেয়েছ	৩০	**বিপদসীমার উপরে**	**২২**

অদ্য নিম্নবর্ণিত ২২ টি পয়েন্টে নদনদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেঃ

ক্রঃনং	জেলার নাম	নদীর নাম	স্টেশনের নাম	বিগত ২৪ ঘন্টায় হ্রাস (-) বৃদ্ধি(+)পেয়েছে	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
১।	সিলেট	সুরমা	কানাইঘাট	-০৪	+১০৬
		সুরমা	সিলেট	০০	+৬১
		কুশিয়ারা	অমলশীদ	-১৯	+১২৭
		কুশিয়ারা	শেওলা	-০৪	+৯১
		কুশিয়ারা	সিলেট-শেরপর	+২	+৫৩
২।	সুনামগঞ্জ	সুরমা	সুনামগঞ্জ	-০৭	+৭২
৩।	মৌলভীবাজার	মনু	মনু রেলওয়ে ব্রিজ	-১০	+৩৮
		মনু	মৌলভীবাজার	+১৭	+১০১
		কমলগঞ্জ	ধলাই	+১১	+৩০
৪।	হবিগঞ্জ	খোয়াই	বাল্লা	-৫৫	+৪৮
		পুরাতন সুরমা	দিরাই	+০৫	+১০
৫।	নেত্রকোনা	সোমেশ্বরী	কলমাকান্দা	-১৩	+৫২
		কংস	জারিয়াজঞ্জাইল	+০৩	+৪৬
৬।	কুড়িগ্রাম	ধরলা	কুড়িগ্রাম	+০৯	+১১৭
		ব্রহ্মপুত্র	নুনখাওয়া	+২৩	+৯৪
		ব্রহ্মপুত্র	চিলমারী	+২১	+১২৩
৭।	গাইবান্ধা	ঘাগট	গাইবান্ধা	+২১	+৮৯
		যমুনা	ফুলছড়ি	+২৪	+১৩০
৮।	জামালপুর	যমুনা	বাহাদুরাবাদ	+১৮	+১৩৭
৯।	বগুড়া	যমুনা	সারিয়াকান্দি	+২৬	+৯৫
১০।	সিরাজগঞ্জ	যমুনা	কাজিপুর	+৩৮	+৮৩
১১।	টাঙ্গাইল	ধলেশ্বরী	এলাশিন	+২৫	+২১

–

বৃষ্টিপাতের তথ্যঃ

গত ২৪ ঘন্টায় সারাদেশে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত) :

জেলা-স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	স্টেশন-জেলা	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	স্টেশন-জেলা	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
-	-	-	-	-	-

বন্যা সংক্রান্ত তথ্যঃ

জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বন্য পরিস্থিতি নিম্নে প্রদান করা হলো:

১। চট্টগ্রামঃ

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানি/হতাহতের বিবরণ	মন্তব্য
গত ৫ জুলাই হতে অবিরাম ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে চট্টগ্রাম জেলার ১৪ টি উপজেলার মধ্যে সাতকানিয়া উপজেলার ৯০ ভাগ, চন্দনাইশ উপজেলার ৯০ ভাগ, রাউজান উপজেলার ৬০ ভাগ, ফটিকছড়ি উপজেলার ৫০ ভাগ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য উপজেলার আংশিক প্লাবিত হয়েছে। সাঙ্গু নদীর (বান্দরবান) পানি বিপদসীমার ৩৫৫ সে: মি: একং দোহাজারী পয়েন্টে ২৯০ সে.মি. বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত। হালদা নদীর নারায়নহাটা পয়েন্টে ২২৮ সে.মি. এবং পাঁচপুকুরিয়া পয়েন্টে ২৫৯ সে. মি. বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কর্ণফুলী নদীর কালুরঘাট পয়েন্টে ৩৭৯ সে.মি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	১। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ১৪টি, ২। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন ১৪৩টি ৩। ক্ষতিগ্রস্ত পৌরসভাঃ ১০টি ৪। ক্ষতিগ্রস্ত সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডঃ ৪টি ৫। দুর্গত জনসংখ্যাঃ ৫,২৮,৭২৫ জন। ৬। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ীঃ ৯০৭টি (সম্পূর্ণ) ১৯,৬৩৫টি (আংশিক)	-	বৃষ্টিপাত না থাকায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। সাতকানিয়া, চন্দনাইশ, রাউজান, হাটহাজারী, ফটিকছড়ি এবং রাঙ্গুনিয়া উপজেলার প্লাবিত এলাকাসমূহের পানি কমছে।

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	তাঁবু (সেট)
১৮,০০,০০০ (আঠার লক্ষ)	৯০০ (নয় শত)	৪,০০০ (চার হাজার)	৫০০ (পাঁচ শত)

২। বান্দরবানঃ

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানি/হতাহতের বিবরণ	মন্তব্য
অতি বৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যায় মারাত্মকভাবে প্লাবনের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া বিভিন্নস্থানে পাহাড় ধ্বসের ঘটনা ঘটেছে। সাঙ্গু এবং মাতামুহুরি নদীর পানি এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	* ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ৫টি (সম্পূর্ণ প্লাবিত), ২টি (আংশিক প্লাবিত) * ক্ষতিগ্রস্ত পৌরসভাঃ ২টি * ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারঃ ১০,০০০ * ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ীঃ ১০০টি (সম্পূর্ণ) * বিপুল সংখ্যক গাছপালা, ঘরবাড়ী, বিদ্যুতের খুঁটি বিনষ্ট হয়েছে। * বান্দরবানের সাথে চট্টগ্রামের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। * বান্দরবন সদরের সাথে রুমা, থানচি, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।	পাহাড় ধসে নূরজাহান বেগম (৭০) নামে ১ (এক) জন নারী মারা যায় এবং ২ (দুই) জন গুরুতর আহত হয়। সদর উপজেলাধীন রাজভিলা ইউনিয়নে ১ (এক) জন লোক পাহাড়ী ঢলে ভেসে গেছে।	১০,০০০ (দশ হাজার) পরিবারকে ১৩৫ টি আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	তাঁবু (সেট)
৭,৫০,০০০ (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)	৪৫০ (চার শত পঞ্চাশ)	২,০০০ (দুই হাজার)	৫০০ (পাঁচ শত)

৩। খাগড়াছড়িঃ

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানি/ হতাহতের বিবরণ	মন্তব্য

অতি বৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যায় মারাত্মকভাবে প্লাবনের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া বিভিন্নস্থানে পাহাড় ধ্বসের ঘটনা ঘটেছে।	১। ক্ষতিগ্রস্তউপজেলাঃ ৪টি ২। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন/পৌরসভা ১৩টি ৩। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামঃ ১০৮টি ৪। দুর্গত লোক সংখ্যাঃ ৪০,৩৮০জন	কোন প্রানহানির খবর পাওয়া যায়নি।	দিঘিনালা উপজেলার ৭টি আশ্রয়কেন্দ্রে ১৭৫টি পরিবারের ৮২২ জন এবং রামগড় উপজেলার ১টি আশ্রয়কেন্দ্রে ২০টি পরিবারের ৭০ জন আশ্রয় নিয়েছে। খাগড়াছড়ি সদর ও পানছড়ি উপজেলার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত লোকজন নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে গিয়েছে।

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)
৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ)	৩০০ (তিন শত)	-

৪। রাংগামাটিঃ

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানি/ হতাহতের বিবরণ	মন্তব্য
রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় গত ১২ ঘন্টায় বৃষ্টিপাত হয়নি। আজ (১৬/০৭/২০১৯খ্রিঃ তারিখ) সকাল থেকে রৌদ্রজ্জল আবহাওয়া বিরাজ করছে। পৌর এলাকার আশ্রয়কেন্দ্র সমূহে আর কেউ অবস্থান করছে না। বর্তমানে জেলার আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। জেলার সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।	বিগত কায়েকদিনের অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে নানিয়ারচর, বাঘাইছড়ি, বরকল আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। কয়েকটি উপজেলায় আমন বীজতলা পানিতে এখনও নিমজ্জিত রয়েছে। বিভিন্ন মৌসুমী শাক সব্জি ও ফলফলাদি এবং জুম ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।	কোন প্রানহানির খবর পাওয়া যায়নি।	

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	তাঁবু (সেট)
১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ)	৭০০ (সাতশত)	২০০০ (দুই হাজার)	৫০০ (পাঁচশত)

৫। কক্সবাজারঃ

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানি/হতাহতের বিবরণ	মন্তব্য

অতি বৃষ্টি, জোয়ার এবং বান্দরবান জেলা থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণে ইতোমধ্যে চকরিয়া, ও পিকুয়া উপজেলার নিম্নাঞ্চলে পানি প্রবেশ করেছে। কুতুবদিয়া উপজেলায় বিদ্যমান বেশ কিছু বাঁধে ভাংগন দেখা দিয়েছে। কক্সবাজার পৌরসভাধীন ৬টি ওয়ার্ডে পাহড় ধসের সম্ভাবনা রয়েছে।	১। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ৭টি (আংশিক) ২। ক্ষতিগ্রস্ত পৌরসভাঃ ১টি (আংশিক) ৩। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ৪৪টি (আংশিক) ৪। পানিবন্দি পরিবারের সংখ্যাঃ ৫৯,১৩১টি ৫। পানিবন্দি জনসংখ্যাঃ ৩,০০,৯০০ জন ৬। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধঃ ৬.৩৫ কিঃমিঃ ৭। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঃ ২৭৫.২৩ কিঃ মিঃ ৮। ক্ষতিগ্রস্ত বীজতলাঃ ২৪০০ হেক্টর (আংশিক)	পাহাড় ধসে নিহত ০২ জন। বন্যায় আহত ৮৩ জন এবং নিখোঁজ ০১ জন।	আশ্রয়কেন্দ্রে কোন আশ্রীত ব্যক্তি নেই। ৯৩টি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে।

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	তাঁবু (সেট)
৮,০০,০০০ (আটলক্ষ)	৭০০ (সাত শত)	৪০০০ (চার হাজার)	৫০০ (পাঁচ শত)

৬। লালমনিরহাটঃ

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানি/ হতাহতের বিবরণ	মন্তব্য

তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার ৪৮ সেমি এবং ধরলা নদীর পানি বিপদসীমার ৪২ সেমি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	১। ক্ষতিপ্রস্ত উপজেলাঃ ৫টি ২। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ১৭টি ৩। ক্ষতিপ্রস্ত পরিবারের সংখ্যাঃ ৯,০৯৬টি	কোন প্রানহানির খবর পাওয়া যায়নি।	জেলায় ১২ টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	তাঁবু (সেট)
৯,৫০,০০০ (নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)	৬৫০ (ছয় শত পঞ্চাশ)	৪,০০০ (চার হাজার)	৫০০ (পাঁচ শত)

৭। নীলফামারীঃ

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানির সংখ্যা	মন্তব্য
নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলায় তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার ২৮ সে.মি নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ।	১। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ২টি ২। ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যাঃ ২৬৫২০ জন (ডিমলা উপজেলা) ১০০০ জন (জলঢাকা উপজেলা)	কোন প্রানহানির খবর পাওয়া যায়নি।	ডিমলা উপজেলায় ৭টি, জলঢাকা উপজেলায় ১১টি মেডিকেল টিম কাজ করছে।

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	তাঁবু (সেট)
৭,৫০,,০০০ (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)	৫৫০ (পাঁচশত পঞ্চাশ)	৪,০০০ (চার হাজার)	৫০০ (পাঁচ শত)

৮। সুনামগঞ্জঃ

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানির সংখ্যা	মন্তব্য
সুরমা নদীর পানির উচ্চতা বিপদসীমার ৮৪ সেঃমিঃ এর উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের ফলে অধিকাংশ নদনদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে।	১। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ৭টি ২। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যাঃ সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার ২,৯৫০টি পরিবার, তাহিরপুর উপজেলার ৪,১০০টি পরিবার, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ১,৪০০টি পরিবার, দোয়ারাবাজার উপজেলায় ২,৮৫০টি পরিবার এবং জামালগঞ্জ উপজেলায় ১,৮০০টি পরিবার। ৩। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ১,০৪,০০০ জন ৪। ক্ষতিগ্রস্ত ফসলঃ ১,৩৮৫ হেক্টর	কোন প্রানহানির খবর পাওয়া যায়নি।	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	তাঁবু (সেট)
১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ)	৭০০ (সাত শত)	৯,০০০ (সাত হাজার)	৫০০ (পাঁচ শত)

৯। নেত্রকোনাঃ

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানির সংখ্যা	মন্তব্য
বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ী ঢলে নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত সোমেশ্বরী নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।	* ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ৩টি	কোন প্রানহানির খবর পাওয়া যায়নি।	স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ধার টিম প্রস্তুত করা হয়েছে। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বান করা, উপজেলা পর্যায়ে কন্ট্রোল রুম খোলা, বন্যা মোকাবিলায় স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করা হয়েছে। দুর্গাপুর উপজেলায় ৪টি, কলমাকান্দায় ৩টি, এবংবারহাট্রায় ৩টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ৩টি আশ্রয় কেন্দ্রে আনুমানিক ১৫০ জন লোক আশ্রয় নিয়েছে ।

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	তাঁবু (সেট)
১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ)	৬০০ (ছয় শত)	৪,০০০ (চার হাজার)	৫০০ (পাঁচ শত)

১০। সিলেটঃ

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানির সংখ্যা	মন্তব্য
জেলার সুরমা নদীর পানি কানাইঘাট পয়েন্টে ১০৬ সে.মি. সিলেট পয়েন্টে ৬১ সে.মি এবং কুশিয়ারা নদীর শেওলা পয়েন্ট ৯১ সে.মি., শেরপুর-সিলেট পয়েন্টে ৫৩ সে.মি ও অমলশীদ পয়েন্টে ১২৭ সে.মি. বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	* ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ১৩টি (গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, কোম্পানীগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ ও কানাইঘাট সিলেট সদর, জকিগঞ্জ, বিশ্বনাত, গোলাপগঞ্জ, বিযানীবাজার, ওসমানিনগর, দক্ষিণ সুরমা) * ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ৭২টি * ক্ষতিগ্রস্ত পৌরসভাঃ ২টি * ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ৩,৩৮,১৩৫জন * ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়িঃ সম্পূর্ণ ১০১৫ টি, আংশিক ৬,৪৫৬টি	-	-

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	তাঁবু (সেট)
৮,০০,০০০ (আট লক্ষ)	৬০০ (ছয়শত)	৫,০০০ (চার হাজার)	৫০০ (পাঁচ শত)

১১। *বগুড়াঃ*

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানির সংখ্যা	মন্তব্য
যমুনা নদীর সারিয়াকান্দি পয়েন্টে ৯৫ সে.মি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	* ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ৩টি * ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ২৯ টি * ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামঃ ৯৮টি * ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ৬৬৮০০জন * ক্ষতিপ্রস্ত ফসলঃ ৮৬০৩ হেক্টর * নদী ভাংগনে ৩৮৫টি ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গেছে।	কোন প্রানহানির খবর পাওয়া যায়নি।	-

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	তাঁবু (সেট)
১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ)	৬০০ (ছয় শত)	২,০০০ (দুই হাজার)	৫০০ (পাঁচ শত)

১২। গাইবান্ধাঃ

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানির সংখ্যা	মন্তব্য
যমুনা-ব্রহ্মপুত্র নদীর ফুলছড়ি পয়েন্টে বিপদসীমার ৩৭ সেঃ মিঃ উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। জেলার ৭ টি উপজেলার মধ্যে ৪টি উপজেলা প্লাবিত হয়েছে। তার মধ্যে ফুলছড়ি উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের মধ্যে ৫ টি সম্পুর্ণ এবং ১ টি আংশিক প্লাবিত হয়েছে । সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ১৫ ইউনিয়নের মধ্যে ৫ টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। সদর উপজেলার ৩টি ইউনিয়ন, সাঘাটা উপজেলার ১১টি ইউনিয়নের মধ্যে ৫টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে।	জেলার মোট ক্ষতিগ্রস্ত লোক সংখ্য ১,৬৬,৭৪৬ জন ।	কোন প্রানহানির খবর পাওয়া যায়নি।	জেলায় মোট ৯৫ টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে ২২ টি আশ্রয় কেন্দ্রে ১১,২৫০ জন লোক আশ্রয় নিয়েছি।

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	তাঁবু (সেট)
১০,৫০,০০০ (দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)	৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ)	৪,০০০ (চার হাজার)	৫০০ (পাঁচ শত)

১৩। মৌলভীবাজারঃ

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানির সংখ্যা	মন্তব্য

মৌলভীবাজার জেলার শেরপুর-সিলেট পয়েন্টে কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমার ৪২ সেঃমিঃ, মনু নদীর মনু রেলওয়ে ব্রীজ পয়েন্টে বিপদসীমার ৩৭ সেঃমিঃ এবং মৌলভীবাজার পয়েন্টে বিপদসীমার ৩৩ সেঃমিঃ, ধলাই নদীর কমলগঞ্জ পয়েন্টে বিপদসীমার ৪১ সেঃমিঃ উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	সদর উপজেলার খলিলপুর ও মনুমুখ ইউনিয়নে ৩/৪ টি গ্রামে বন্যার পানি প্রবেশ করছে। কমলগঞ্জ উপজেলার হিমপুর, আদমপুর ও পৌরসভার কিছু অংশে ২/৩ টি গ্রামে বন্যার পানি প্রবেশ করছে। কমলগঞ্জ উপজেলার পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে বামনপাশা নামক স্থানে নির্মাণাধীন ২০ মিটার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে।	কোন প্রানহানির খবর পাওয়া যায়নি।	বাঁধ নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে।

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)
৯,৫০,০০০ (নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)	৬৫০ (ছয়শত পঞ্চাশ)	২,০০০ (দুই হাজার)

১৪। হবিগঞ্জঃ

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানির সংখ্যা	মন্তব্য
খোয়াই নদীর পানি বাল্লা স্টেশনে বিপদসীমার ৪৮ সেঃমিঃ, এবং পুরাতন সুরমা নদীর দিরাই পয়েন্ট ১০ সে.মি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	১। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ১টি (নবীগঞ্জ) ২। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ৩টি ৩। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামঃ ৪০টি ৪। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারঃ ২১৬০টি ৫। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ১০,৫০০ জন ৬। ক্ষতিগ্রস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ ২১ কিঃমিঃ ৭। ফসলহানীঃ ১৪ হেক্টর (আমন বীজতলা), ০৫ হেক্টর (রুপা আমন)	কোন প্রানহানির খবর পাওয়া যায়নি।	০৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাময়িক বন্ধ রয়েছে। ৪টি আশ্রয়কেন্দ্রে ৬১টি পরিবার অবস্থান করছে।

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)
৮,০০,০০০ (আট লক্ষ)	৫০০ (পাঁচ শত)	১,০০০ (এক হাজার)

১৫। ফেনীঃ

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানির সংখ্যা	মন্তব্য
মৌসুমী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণে জেলার ফুলগাজী উপজেলার মুহুরী নদীর বাঁধের ৪টি স্থানে এবং পরশুরাম উপেজেলার মুহুরী ও কহুয়া নদীর ৬টি স্থানে বাঁধ ভেংগে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে।	প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী পরশুরাম উপজেলার ১,৮৯৫ টি পরিবার ও ফুলগাজী উপজেলার ৬০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।	কোন প্রানহানির খবর পাওয়া যায়নি।	-

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)
৭,৫০,০০০ (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)	৪৫০ (চারশত পঞ্চাশ)	৪০০০ (চার হাজার)

১৬। *কুড়িগ্রাম*

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানি/হতাহতের বিবরণ	মন্তব্য
বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলের কারণে কুড়িগ্রাম জেলার সকল নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার ধরলা নদীর পানি বিপদসীমার ১১৭ সে.মি., চিলমারীতে ব্রহ্মপুত্র নদের পনি বিপদসীমার ১২৩ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	১। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ০৯টি ২। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ৫৬টি ৩। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামঃ ৪০৭ টি ৪। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ৪,৫৩৬ জন (নদী ভাংগন), ৩,৯২,২৭২ জন (পানিবন্দি) ৫। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সংখ্যাঃ ১১৩৪ (নদী ভাংগন), ৯৮,০৬৮ (পানিবন্দি) ৬। ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমানঃ ৮৯৯ হেক্টর	পানিতে ডুবে মৃতের সংখ্যা: ০৩ জন শিশু।	আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যাঃ ৪০৯টি আশ্রিত পরিবার সংখ্যাঃ ৮৫০টি আশ্রিত লোক সংখ্যাঃ ৩,৮৪০ জন

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	তাঁবু (সেট)
১০,০০০০০(দশ লক্ষ)	৮০০ (আটশত)	২০০০ (দুই হাজার)	৫০০ (পাঁচ শত)

১৭। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ:	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানির সংখ্যা	মন্তব্য

ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক জানান যে, আখাউড়া উপজেলার হাওড়া নদীর বাধ ভেঙ্গে মোগড়া , আখাউড়া দক্ষিণ ও মনিঅন্ধ এই ৩টি ইউনিয়নের ২২টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। কসবা উপজেলার বাখের ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।	১। প্লবিত উপজেলাঃ ২টি ২। প্লাবিত ইউনিয়ন: ৩টি ৩। প্লাবিত গ্রাম: ৪টি	কোন প্রানহানির খবর পাওয়া যায়নি।	

(খ)দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	তাঁবু (সেট)
-	২০০(দুইশত)	-	-

১৮। শেরপুর

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানির সংখ্যা	মন্তব্য
মোট উপজেলা ৫টি উপজেলার নালীতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতি উপজেলার নিম্নঞ্চালে পানি উঠেছে ।শ্রীবদী, সদর ও নকলা উপজেলায় তুলনামূলকভাবে কম পানি উঠেছে।		বৃষ্টির পানি ও পাহাড়ী ঢলে ঝিনাইগাতি উপজেলায় ১টি শিশু মারা গেছে।	

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	তাঁবু (সেট)
-	২০০(দুইশত)	-	-

১৯। টাংগাইল

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানির সংখ্যা	মন্তব্য
যমুনা ও ধলেশ্বরী নদীর পানি বিদ সীতমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। (১২টির মধ্যে ৫টি উপজেলা, ভূয়াপুর, কালিহাতি , গোপালপুর, ঘাটাইল, সদর ও নাগরপুর উপজেলার ২২টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চাল পানিতে প্লাবিত হয়েছে। ১৮১ হেক্টর জমির ফসল নিমজ্জিত হয়েছে। নদী ভাঙ্গনে ভূয়াপুর উপজেলার ২০০ পরিবারের ঘড় বাড়ী নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। টাঙ্গাউল সদরে ২০০/২৫০ পরিবারেরে ঘর বাড়ী এবং নগরপুরে ১০০ পরিবারের ঘড় বাড়ী নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।		কোন প্রানহানির খবর পাওয়া যায়নি।	

(খ)দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	তাঁবু (সেট)
-	২০০ (দুইশত)	-	-

২০। সিরাজগঞ্জ

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানির সংখ্যা	মন্তব্য
বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ: ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক জানান যে, যমুনা নদীর পানি বিপদ সীমার ৩০ সি: মি: উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলার ৯ টি উপজেলার মধ্যে ৫টি উপজেলার ৩০টি ইউনিয়ন বন্যার পানিতে আংশিক/সম্পুর্ণ প্লাবিত হয়েছে।		কাজীপুর উপজেলায় বন্যার পনিতে ৭/৮ বছরের ১ টি শিশু মারা গেছে।	

(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	তাঁবু (সেট)
৮,০০০০০(আট লক্ষ)	৭০০(সাতশত)	-	৫০০(পাঁচশত)

২১। জামালপুর

(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্যঃ

বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	প্রাণহানির সংখ্যা	মন্তব্য
ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক জানান যে, যমুনা নদীর পানি ১.১৯ মি: উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ব্রহ্মপুত্র নদের পানি পিবদসীমার ১.৮১ মি: নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলার ৭টি উপজেলার মধ্যে ৪টি উপজেলা এবং ১টি পৌরসভা বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে।	বন্যার পানেতে ১২৪৬ হেক্টর জমির শাক-সবজি, আউসধান ও বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।	কোন প্রাণহানির খবর পাওয়া যয়নি।	

(খ)দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ

জিআর ক্যাশ (টাকা)	জিআর চাল (মেঃটন)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	তাঁবু (সেট)
২,০০০০০(দুই লক্ষ)	২০০(দুইশত)	-	৫০০(পাঁচশত)

–

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা ভিত্তিক মোট ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দের তথ্যঃ

পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি ও পার্বত্য জেলায় পাহাড় ধসের কারণে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দ করা হয়েছে।

তারিখ	জেলার সংখ্যা	জিআর চাল (মেঃটন)	জিআর (ক্যাশ)	শুকনো খাবার (প্যাকেট)	তাঁবু (সেট)
০১/০৭/২০১৯	২৫ জেলা	-	-	৫৯,০০০	
০৭/০৭/২০১৯	৬৪ জেলা	১০,৯৫০	১,৭৫,০০,০০০/-	-	
১১/০৭/২০১৯	২২ জেলা	৬,৬০০	১,২০,০০,০০০/-	-	
১২/০৭/২০১৯	**১০জেলা**	-	-	**২০,০০০**	
১৪/০৭/২০১৯	**১৫জেলা**	-	-	-	**৭,৫০০**
১৫/৭/২০১৯.	**২০জেলা**	**৩৮০০**	**২২,০০০০০**		

১৬/০৭/২০১৯	০৪ জেলা			৫,০০০	
মোট		২১,৩৫০ (একুশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ)	৩,১৭,০০,০০০/ (তিন কোটি সতের লক্ষ)	৮৪,০০০ (চুরাশি হাজার)	৭,৫০০ (সাত হাজার পাঁচশত)

অগ্নিকান্ডঃ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কন্ট্রোল রুম থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে আজ কোথাও কোন উল্লেখযোগ্য অগ্নিকান্ড সংঘঠিত হয়নি।

। ইহা মহোদয়ের সদয় অবগিতর জন্য প্রেরণ করা হলো।

১৬-৭-২০১৯

মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল:
controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অধিশাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১৯৩/১(৬৪)

তারিখ: ১ শ্রাবণ ১৪২৬
১৬ জুলাই ২০১৯

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
২) পরিচালক, পরিবীক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৩) পরিচালক , ত্রাণ অনুবিভাগ , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৪) উপপরিচালক , পরিবীক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৬) জেলা ত্রাণ ও পুর্ণবাসন কর্মকর্তা

১৬-৭-২০১৯

মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)